

শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গে বিপ্লববাবুর প্রতি

প্রিয় বিপ্লববাবু

শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গে অভিজিৎবাবু যা লিখেছেন তা সম্পূর্ণ সত্য। মুসলমান সমাজের বিরুদ্ধে শরৎবাবু যে বিমোদগার করেছিলেন, তা কোনো বাংলাদেশ মৌলবাদী সূত্র থেকে আমি জানতে পারিনি, পেরেছি খোদ কলকাতা থেকে প্রকাশিত শরৎ রচনাবলীর তুলি-কলম সংস্করণ থেকে। তুলি-কলম সংস্করণ শরৎ রচনাসমগ্র-এর কোনো আয়ারাম-গয়ারাম সংস্করণ নয়। একটি ঐতিহাসিক প্রমিত সংস্করণ। অভিজিৎবাবু যে কথাগুলি তুলে ধরেছেন, সেগুলি সেই রচনাবলীতেও আপনি পেয়ে যাবেন।

অবশ্য এই সংস্করণে আরেকটি রচনা আছেন, যেটি একটি মুসলমানি সাহিত্য সভায় শরৎবাবুর প্রদত্ত ভূয়সী প্রশংসা সম্বলিত অভিভাষণ।

একথা সহজেই অনুমেয়, শরৎচন্দ্র মুসলমান সমাজের প্রতি একটি বিশেষ বিদ্বেষমূলক মনোভাব পোষণ করতেন। যা মুসলমানদের সামনে তিনি কখনও প্রচার করেননি।

তাঁর গল্প-উপন্যাস পড়ে আমি এটুকু অনুমান করতে পারি, তিনি সাধারণ মুসলমানদের প্রতি বিরূপ ছিলেন না। গফুর মিঞা তার উদাহরণ। অবিভক্ত বাংলার সাধারণ মুসলমানরাও সাধারণত হিন্দু-বিদ্বেষী ছিলেন না। তার অজস্র উদাহরণ আছে। শরৎবাবু সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন হয়ে পড়েন মুসলমান বুদ্ধিজীবী সমাজের মুসলিম লীগ প্রীতি ও পাকিস্তান পন্থা অবলম্বনের কারণে।

কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায় - আমার এক বিশিষ্ট বাংলাদেশি বন্ধু লোপা তাসমিন প্রশ্ন তুলেছিলেন, তিনি কি সেই সময় কলকাতায় একজন ভালো মুসলমানও দেখেননি?

মুসলিম লীগই কি বাঙালি মুসলমানদের একমাত্র গন্তব্য ছিল? কাজী নজরুল ইসলাম তো একজন বাঙালি মুসলমান ছিলেন। অন্তরন্যাশান্যাল সংগীত শরৎবাবুর জীবদ্দশাতেই তিনি রচনা করেন। শরৎবাবু কি করেই বা ভুলে গেলেন, ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা একজন বাঙালি মুসলমান - কমরেড মুজফ্ফর আহমেদ।

কম্যুনিষ্ট পার্টি সেই সময় সদ্য প্রতিষ্ঠিত। তাই তারা মুসলমান বা হিন্দু কোনো সমাজের কাছেই আদর্শ স্থাপন করতে পারেনি। যেমন আজ বাংলায় পেরেছে। বাংলাদেশেও একদিন পারবে এই উচ্চাশা পোষণ করি। যা হোক সেই কারণেই হিন্দু-প্রধান কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তারা ঝুঁকেছিল। কিন্তু শরৎবাবু এও ভুলে গেলেন এই মুসলমানদের বিপুল সমর্থনে দেশবন্ধুর স্বরাজ্য দল বাংলায় সরকার গঠন করেছিল। মুসলমানরা যে আশ্রয় খুঁজছিল একথাও তিনি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হলেন।

হয়তো ইগোর বশেই তিনি ইসলাম-বিরোধিতা করে বসেন। কিন্তু ইগোর বশে রাম-শ্যাম-যদু-মধু কোনো আনপটকা মন্তব্য করলে তাকে উপেক্ষা করা যায় - একজন বুদ্ধিজীবী করলে, তার পরিসমাপ্তি কঠোর সমালোচনার মাধ্যমে ঘটতে হয়। তাই শরৎবাবুর ইগো নিয়ে মুক্ত-মনাদের সমালোচনা আমি যুক্তি-যুক্তই মনে করি।

শরৎচন্দ্র যদি কোরাণ হাদিসের ফতোয়া নিয়ে কথা বলতেন, তবে তাঁকে হয়ত মুক্ত-মনা হিসাবে মানা যেত। কিন্তু তিনি তা করেননি, তিনি মুসলমান সমাজের ভালো দিকগুলির কথা বিস্মৃত হয়ে এমন সব মন্তব্য করেছেন, তা ভারতের ধর্মীয় সংহতির ক্ষেত্রে সত্যই বিপজ্জনক ছিল। কংগ্রেসপন্থী শরৎবাবু একই ভাবে কংগ্রেসের ভাবমূর্তিও মুসলমান সমাজের কাছে নামিয়ে দেশবিভাগে পরোক্ষ সাহায্য করেছেন। তাই আমি স্বাধীন

ভারতের এক মুক্ত-মনা হিসাবে তাঁকে ক্ষমা করতে পারি না।

প্রবাসে আপনার কাছে শরৎবাবুর বই না থাকাই স্বাভাবিক। আপনি চাইলে অন্তত উদ্ধৃতগুলি পাঠিয়ে আপনার মনের অন্তকার দূরীকরণে সাহায্য করতে পারি।

অর্ণব

৪ঠা জৈষ্ঠ্য, ১৪১৩
বেহানা কলকাতা